স্‌ভিয়াতস্লাভ সাখার্‌নোভ
জাহাজ ভাসে সাগর-জলে
'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

স্‌ভিয়াতস্লাভ সাখার্‌নোভ

জাহাজ ভাসে সাগর-জলে

ছবি এঁকেছেন
এরিক বেনিয়ামিন্‌সন
ও বরিস কিশতিমভ

'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো
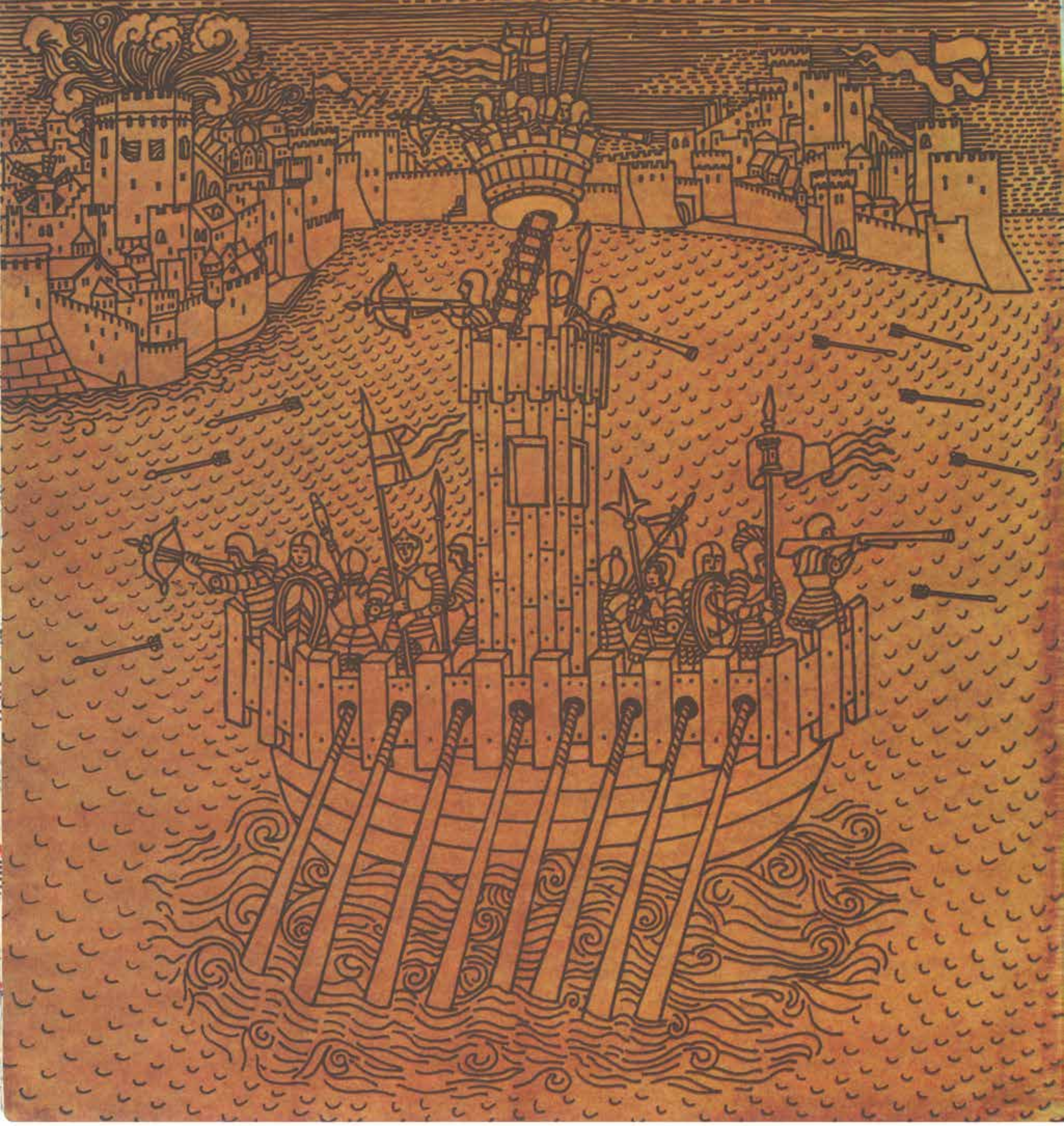
'কী থেকে জাহাজের শ্রু?'

'গাছের গ‍ুঁড়ি থেকে। মান‍ুষ গাছ কেটে মাটিতে ফেলল। কেটে ফেলে দিল ডালপালা। কান্ড কুরে খোঁদল বানাল। তাতে চেপে বসল, জলের ব‍ুকে ভেসে চলল। বাইতে ক্লান্তি আসে — ভেবে ভেবে মাথা খাটিয়ে বার করল পাল।'

'কিন্তু নৌকোয় চেপে কত দ‍ূরই বা যাওয়া যায়!'

'কথাটা কী জান, ব‍ুকের পাটা থাকলে সম‍ুদ্রের সাধ্যি কি তাকে আটকায়!'

রেড ইণ্ডিয়ানদের নৌকো।

আফ্রিকার অধিবাসীদের নলখাগড়ায় তৈরী বোট।

এস্কিমোদের কাইয়াক।

এক মাস্তুলওয়ালা দাঁড়-টানা জাহাজ

কনকনে ঠান্ডা সম‍ুদ্র। মেঘের কোলে খেলা করছে বিন্দ‍ু বিন্দ‍ু উজ্জ্বল আলো — সম‍ুদ্রের ব‍ুকে ভাসমান বরফের প্রতিফলন পড়েছে আকাশে।

খাড়া পাড়ের কাছাকাছি চলেছে একটা খ‍ুদে জাহাজ — এক মাস্তুলওয়ালা দাঁড়-টানা জাহাজ। শ্বেত সাগর ও মের‍ুসাগরের অধিবাসী পমোররা বেরিয়েছে শিকারে। সামনের গল‍ুইয়ে বসেছে শিকারী, পাছ-গল‍ুইয়ে — সর্দার-মাঝি। শিকারীর দ‍ৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ততোধিক তীক্ষ্ণ দ‍ৃষ্টি সর্দার-মাঝির।

'পাড়ের নীচ ঘেঁষে ওখানে ওগ‍ুলো কী হে মার্কেল, জন্তু-টন্তু নয় ত?'

জন্তুই বটে। পাথরের ওপরে পড়ে আছে লাল রঙের বিশাল বিশাল লাশ। ঘাড়ে-গর্দানে, গোঁফওয়ালা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে কষের দাঁত। সিন্ধ‍ুঘোটক! শিকারী দলের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, কাজে লেগে গেল সকলে। কেউ লগ‍ুড় হাতে তৈরি হচ্ছে, কেউ দড়িদড়া নিয়ে, কেউ বা কুড়‍ুল নিয়ে। জাহাজটা চুপিসারে এগিয়ে চলল তীরের দিকে।

এমন সময় সম‍ুদ্রের ওপরে এসে পড়ল ধ‍ূসর মেঘপ‍ুঞ্জ। পাক খেতে শ‍ুর‍ু করল সাদা মাছির ঝাঁক — তুষারকণা! এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রীষ্মকাল পালটে গিয়ে দেখা দিল শীতকাল। মেঘ কেটে গেল, এদিকে সিন্ধ‍ুঘোটকেরাও আর নেই। তারা চলে গেছে। ফের পাড়ি জমায় খ‍ুদে জাহাজ।
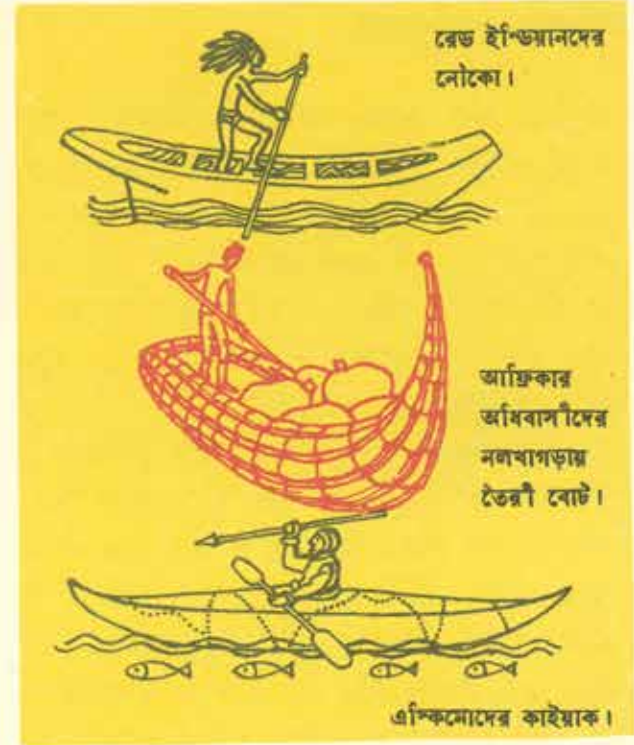
ছিপ নৌকোর বন্দী-দাঁড়ি

জিওভানি ধরা পড়ল ভেনিসের বাজারে। সৈন্যদের সঙ্গে মারদাঙ্গায় সে জড়িয়ে পড়েছিল। যারা ধরা পড়ল তাদের সবাইকে বিচারক চালান করে দিলেন ছিপ নৌকোয় মেয়াদ খাটার জন্য। জিওভানিকে আরও দু'জন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর সঙ্গে লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা হল নৌকোর বেঞ্চির গায়ে। তিন জনের জন্য একটি দাঁড়, এক শেকল, একই বাটি তিনজনের খাবারের জন্য। ঘুমানোর জন্য খড়ের গাদাও একটাই।

এক সপ্তাহ বাদে রণপোতবাহিনী এসে পেঁছিল শত্রু-দুর্গের কাছাকাছি। ছিপ নৌকাগুলি সাজিয়ে অর্ধবৃত্তাকার চক্র রচনা করা হল, নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ধেয়ে গেল আক্রমণের জন্য। দুর্গপ্রাকারের ওপর থেকে তাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। 'জলদি! জলদি!' বেত্রাঘাতে তাড়িত হয়ে জিওভানি ও তার সঙ্গীরা দাঁড় টানতে শুরু করল প্রাণপণে। এমন সময় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা, মড়মড় শব্দ, চিৎকার-চেঁচামেচি: ছিপ নৌকোটা চড়ায় এসে ঠেকে গেছে। লোকজন, ঢালবর্ম, দাঁড়ের ভাঙাচোরা টুকরো ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে গেল নৌকোর বাইরে। এই সময় জিওভানি দেখতে পেল যে তাদের বেঞ্চিটা চির খেয়েছে আর তার ফলে শেকলের প্রান্ত উপড়ে বেরিয়ে এসেছে। বেড়িবাঁধা শেকল মাথার ওপরে তুলে দাঁড়ি তিনজন লাফিয়ে পড়ল নৌকোর বাইরে।

রাতের বেলায় একটা পরিত্যক্ত কামারশালায় গিয়ে তারা বেড়ি খুলে ফেলল, পরস্পর করমর্দন করে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। জিওভানি ফিরে এলো ইতালিতে।
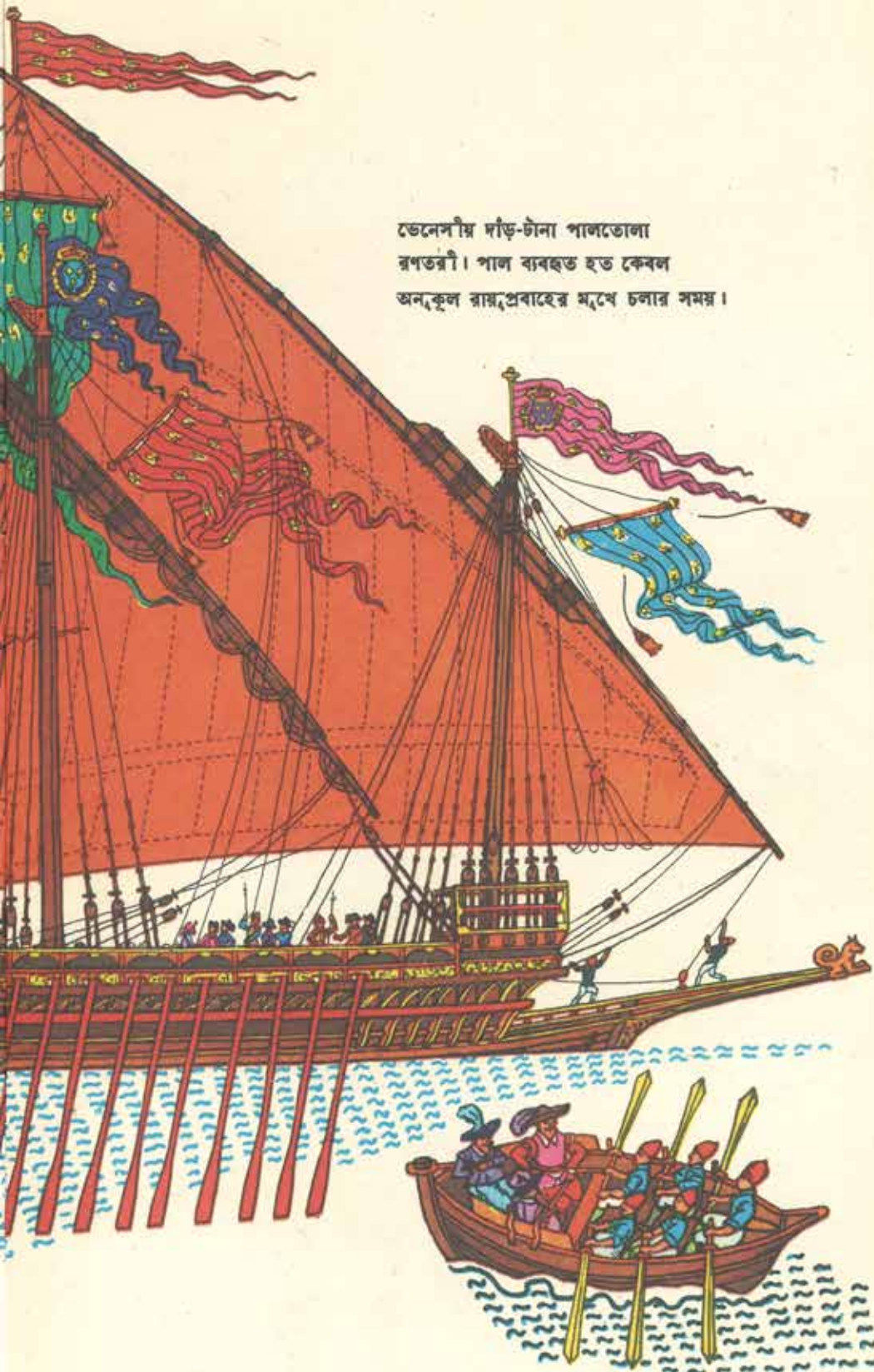
ভেনেসীয় দাঁড়-টানা পালতোলা রণতরী। পাল ব্যবহৃত হত কেবল অনুকূল বায়ুপ্রবাহের মুখে চলার সময়।
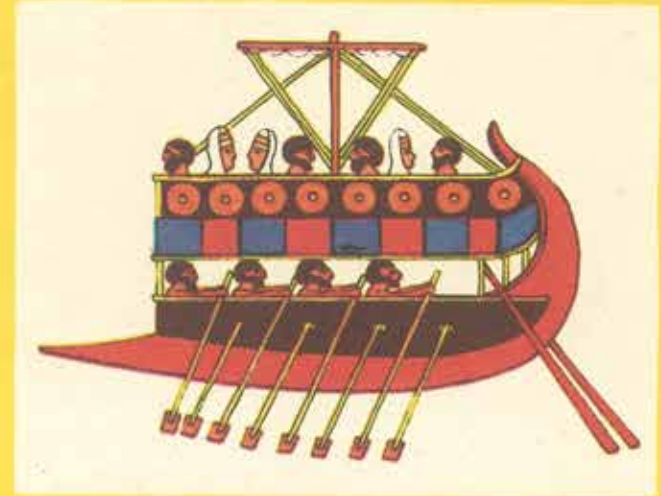
আসিরীয় দাঁড়-টানা জাহাজ।

এক মাস্তুলওয়ালা মিশরীয় দাঁড়-টানা জাহাজ।

গ্রীক রণতরী।

বড় বড় আবিষ্কারের কাল

কোন এক কালে জাহাজ সাগরের বুকে চলত বছরের পর বছর। নাবিকদের পরিবারের লোকজন দীর্ঘকাল থাকত তাদের প্রতীক্ষায়।

অবশেষে ফিরে আসে জাহাজ। ডেক-এর ওপর জাহাজীদের দল, সংখ্যায় তারা বিরল হয়ে এসেছে, তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে জাহাজের গা ভেঙেচুরে গেছে, পালগুলি ছিন্নভিন্ন। কিন্তু কতই না বৃত্তান্ত!

'আমরা গিয়েছিলাম আমেরিকার উপকূল ভাগ অবধি। বললে তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না, ওখানকার লোকজনের গায়ের চামড়া লাল। ওদের ওখানে সোনা — যেন বালি।'

স্পেনীয় পালতোলা তরী— কারাভেল।

ভারী পালতোলা গ্যালিয়ন-জাহাজ।

'আর আমাদের জাহাজ গিয়েছিল ভারতের উপকূলে। তামাসার কথা আর কী বলব! — ওখানে লোকে ঘুরে বেড়ায় হাতির পিঠে চেপে! আর রাস্তায় যেতে যেতে দেখা যায় বাজনার তালে তালে নাচছে সাপ...'

'তা হলে আমাদের কথা শোন — আমরা আসছি অস্ট্রেলিয়া থেকে। ওখানে যেতেই লেগে গেল একটি বছর। ওদের ওখানকার বিশাল তৃণভূমি প্রেইরি অঞ্চল সব উদ্ভট উদ্ভট জীবজন্তুতে ভর্তি। ধারণা করতে পারেন সিনর, এমন জন্তু আছে যা আকারে একটা বাছুরের সমান, অথচ লাফায় খরগোসের মতন! ক্যা-ঙা-রু-উউ!'

* * *

'অপূর্ব, প্রাচীনকালের এই জাহাজগুলি!'

ক্ষুদ্র রণতরীর পাছ-গলুইটা একটা খাঁটি প্রাসাদ: ছোট ছোট মিনার, ঝুল-বারান্দা, তামার দীপাধারে জ্বলছে আলো। জাহাজকে না সাজালে কি আর চলে? জাহাজ যে নাবিকদের ঘরবাড়ি, নাবিক সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছে, তার মানে, ধরেই নিতে পার, দীর্ঘকালের জন্য।

রুশ নৌবাহিনীর শুরু

রাশিয়ার ইতিহাসে যিনি বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ও সমরনেতা রূপে স্থান লাভ করেন সেই রুশ জার পিটার দি গ্রেট্ (১৬৭২-১৭২৫) ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির জার। জাহাজনির্মাণবিদ্যা জানার জন্য তিনি চলে যান হল্যান্ডে, সেখানে তিনি জাহাজ-ঘাটায় ছুতোর মিস্ত্রীর কাজে ভর্তি হলেন।

একবার সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষেরা এলেন জারের কাছে। সর্বাঙ্গে কাঠের চাঁছা ছিলকে আর শণের আঁশ নিয়ে জাহাজের গহ্বর থেকে উঠে এলো রেঁদা হাতে এক কারিগর। সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের মধ্যে ঝুপঝাপ নতজানু হয়ে কুর্নিশ করার ধুম পড়ে গেল। ওলন্দাজরা কাণ্ডকারখানা দেখে হাসতে হাসতে মরে আর কি।... পরে তারা জাহাজ ছাড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিটার তখন কাছি ধরে ছিলেন, জাহাজের পাছ গলুইয়ের নীচেকার গোঁজ খুলছিলেন।

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নৌ-অফিসার ও নৌসেনাপতিদের পিটার ইউরোপের সর্বত্র শিক্ষার জন্য পাঠান। কোত্লিন দ্বীপে তৈরি হল নৌদুর্গ ও ক্রন্শ্টাড্ট বন্দর। ঠাণ্ডা বাতাস বল্টিক সাগরের উপর তুলল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরগতি তরঙ্গমালা। দ্বীপ থেকে একে একে বেরিয়ে এলো প্রথম আমলের রুশ জাহাজ।

পিটার দি গ্রেট্-এর প্রথম তরী।

১৬৬৮ সালে নির্মিত 'ওরিওল্'।

২৫০ বছর আগে রুশ নাবিকেরা এই ধরনের জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করে।

রুশ বল্টিক রণতরী বাহিনীর প্রথম
জাহাজ 'পল্তাভা'। ১৭১২ সাল।

'পালতোলা জাহাজ সকলের পক্ষেই ভালো। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বটে: ডেক-এর ওপরে সাদা শার্ট গায়েও শুয়ে পড়া যায় — ধুলোকাদা লাগার কোন আশঙ্কা নেই। চলে নিঃশব্দে, কেবল মাস্তুল সামান্য ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তোলে। যে-কোন দূর দেশে যেতে পারে — বাতাস থাকলেই হল। তবে একটা ব্যাপার...'

'কী সেটা?'

'পালগুলিকে মনে রাখা শক্ত। ওদের নামগুলো বড় খটমট! তাদের সংখ্যাও অনেক।'
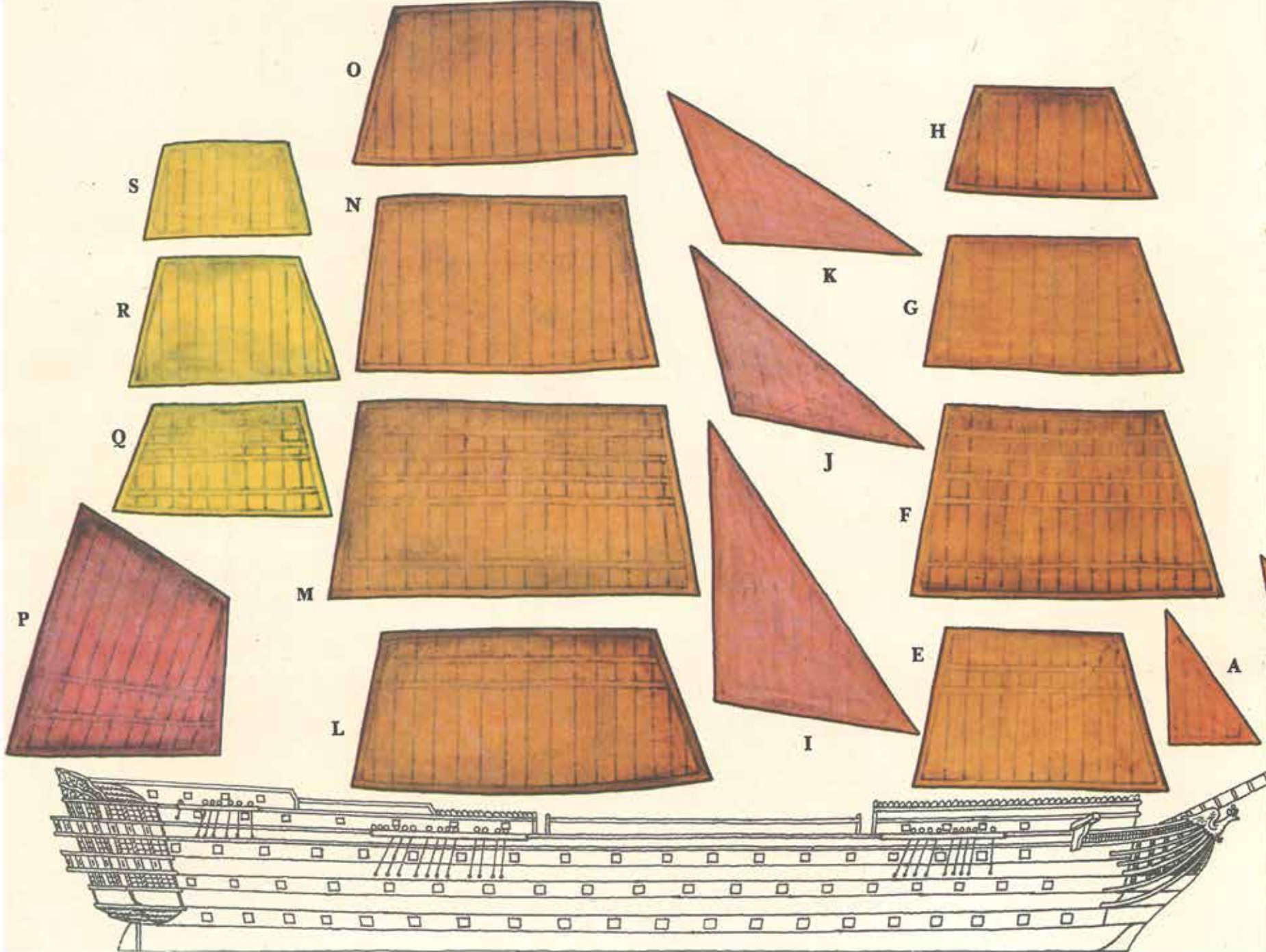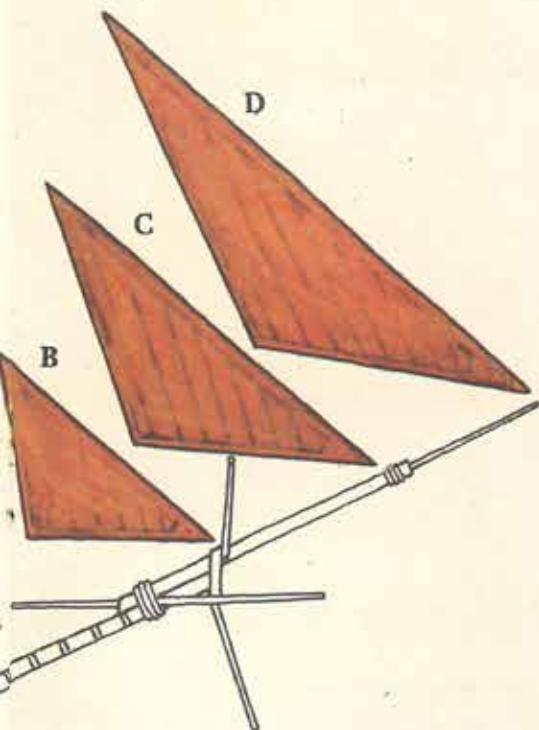
পালতোলা জাহাজের কর্তিত অংশ। জাহাজের খোল, ব্যাটারি-ডেক ও পাছ-গলুইয়ে অবস্থিত ক্যাপ্টেনের মঞ্চ দেখা যাচ্ছে।
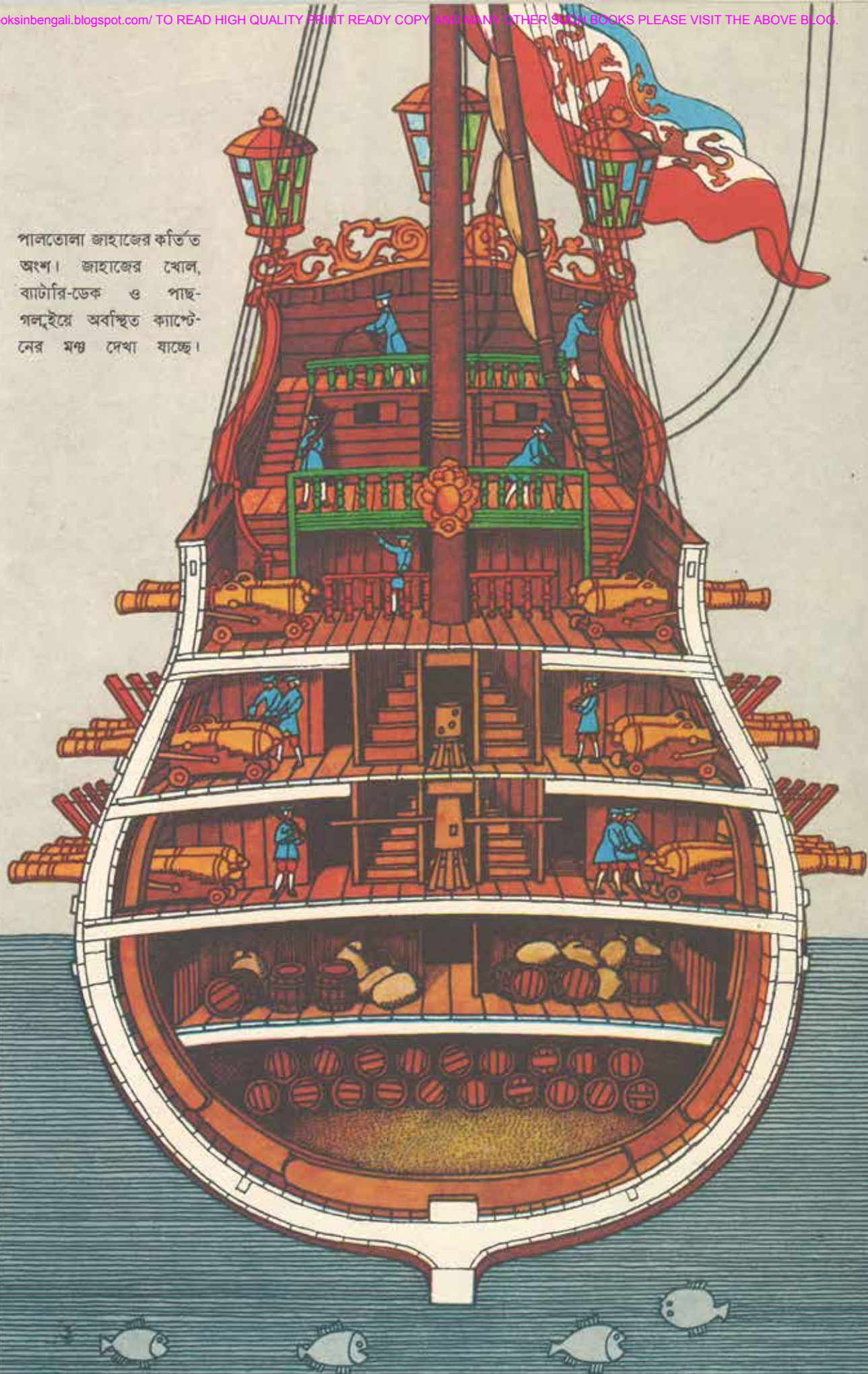
যুগের পর যুগ কেটে গেল, পালের বদলে এলো বাষ্পীয় এঞ্জিন। ১৮০৭ সাল।
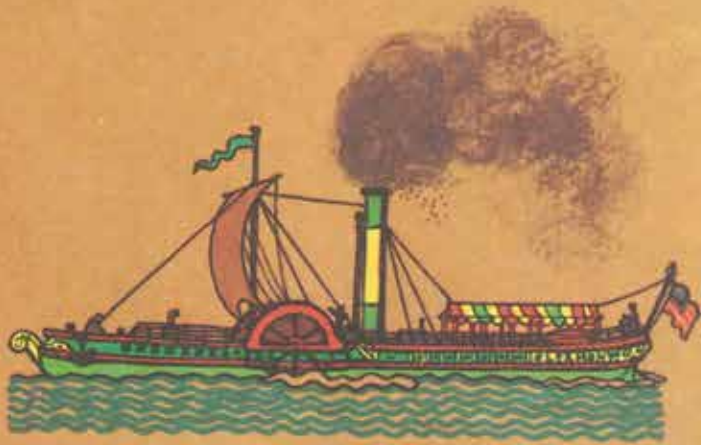
রবার্ট ফুলটনের ডিজাইনকৃত প্রথম বাষ্পীয় পোত 'ক্লেরমন্ট'। ১৮১৫ সাল।

প্রথম রুশ বাষ্পীয় পোত 'এলিজাভেতা'। ১৮০৮ সাল।
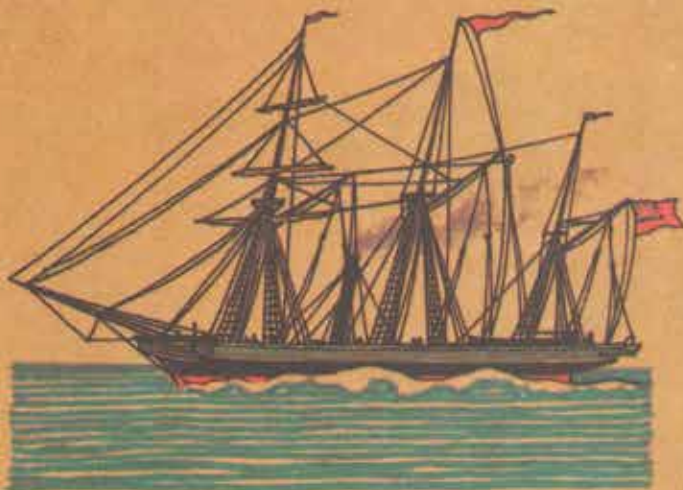
'আর্কিমিডিস' বাষ্পীয় পোতেই প্রথম চাকার বদলে দেখা দিল প্রপেলার।

মন্দভাগ্য 'গ্রেট ইস্টার্ন'

এই স্টীমারটিকে বলা হত 'যুগের বিস্ময়' — এতই বড় আর ভারী ছিল এটা। কিন্তু অতিকায়ের ভাগ্য ছিল মন্দ। প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই সমুদ্রের ঝড়ের মধ্যে পড়ে তার রাডার ও প্যাড্‌ল-হুইল খোয়া গেল। মেরামত করা হল ত গিয়ে ধাক্কা খেল একটা পাহাড়ের শিলার গায়ে। যাত্রীরা এই স্টীমারের টিকিট কাটতে ভয় পেত।

বিশাল স্টীমারটিকে তাই এটা-ওটা যে-কোন ধরনের কাজের ভার নিতে হয়: যুদ্ধের সময় সৈন্যদের বহন করে নিয়ে যেত, সমুদ্রের তলদেশে টেলিগ্রাফের কেব্‌ল বসাত, ভাসমান সার্কাস হিশেবেও কাজ করত।

'গ্রেট ইস্টার্ন' যখন বাতিল বলে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হল তখন এই ধাতুর পাহাড়টিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে শত শত শ্রমিকের লেগে যায় পুরো দুটি বছর।

২১১ মিটার × ২৫ মিটার আকারের জাহাজ 'গ্রেট ইস্টার্ন'। এতে ছিল ২০টি জীবনতরী আর দুটি ছোট বাষ্পীয় পোত।

প্রথম যে চাকাওয়ালা বাষ্পীয় পোত আটলাণ্টিক সাগর পাড়ি দেয়।
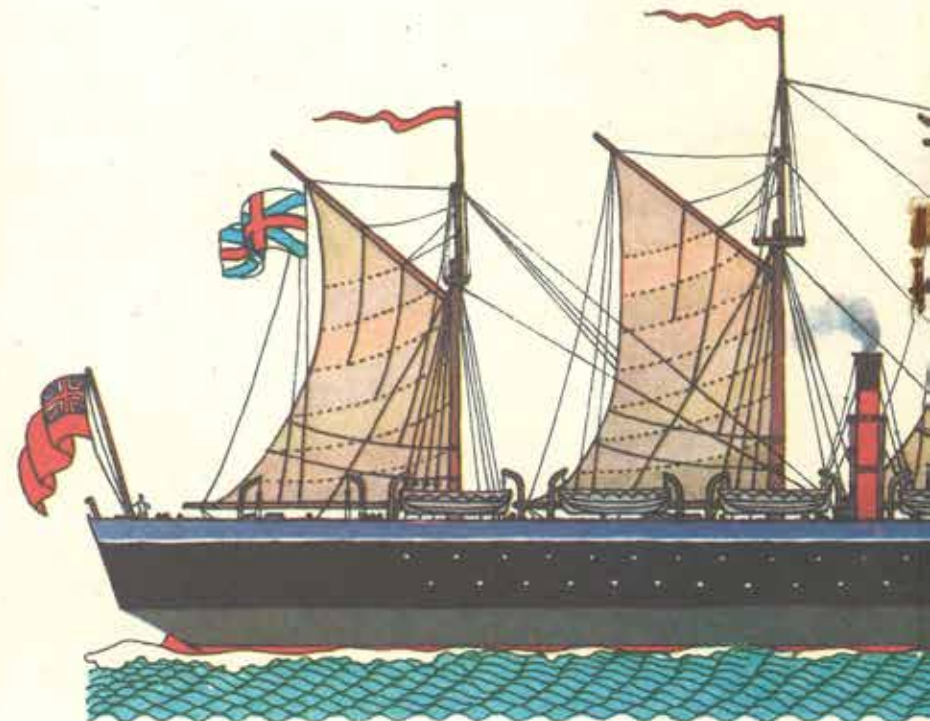
'শোনা যাচ্ছে শিগগিরই নাকি জাহাজে পাল-টাল কিস্‌সু থাকবে না।'

'বাজে কথা! ভেবেছে কি কেবল বাষ্প দিয়েই জাহাজ চালাবে?'
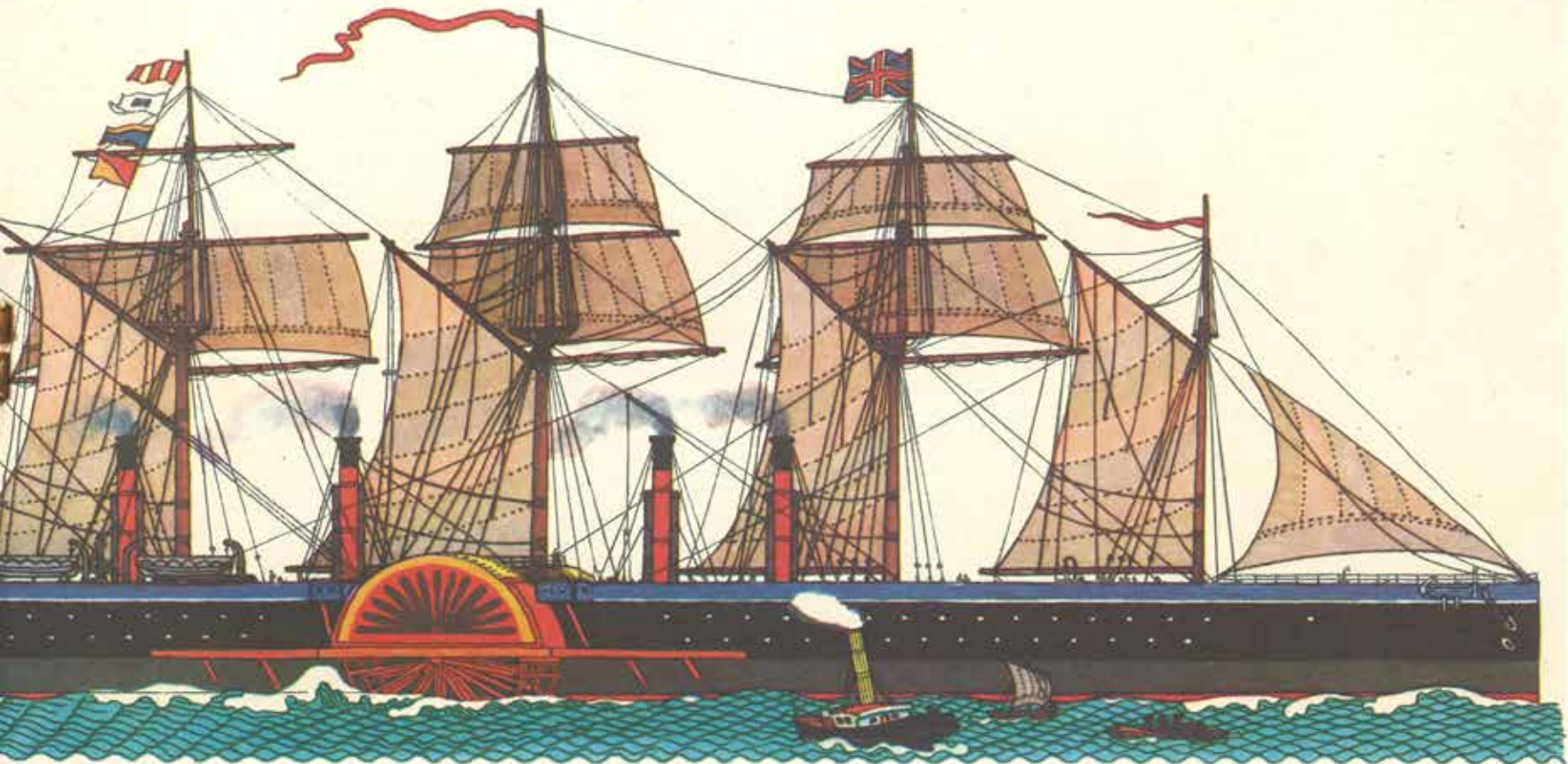
ক্রুজার 'ভারিয়াগ'

১৯০৪ সালে যখন রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হল সেই সময় রুশ ক্রুজার 'ভারিয়াগ' ছিল কোরিয়ার চেমুলপো বন্দরে। বন্দরের দিকে এগিয়ে এলো জাপানী স্কোয়াড্রন।

'আত্মসমর্পণ কর!' জাপানী নৌসেনাপতি নির্দেশ পাঠালেন।

'ভারিয়াগ'-এর কম্যান্ডার ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন। ক্রুজার সমুদ্রে বেরিয়ে এলো।

'আত্মসমর্পণ কর!' ফের প্রস্তাব দিলেন নৌসেনাপতি। প্রত্যুত্তরে ধ্বনিত হল গোলাবর্ষণ। জাপানী ডেস্ট্রয়ার জাহাজ থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল। আরও এক ঝাঁক গোলা! শত্রু জাহাজ তলিয়ে গেল।
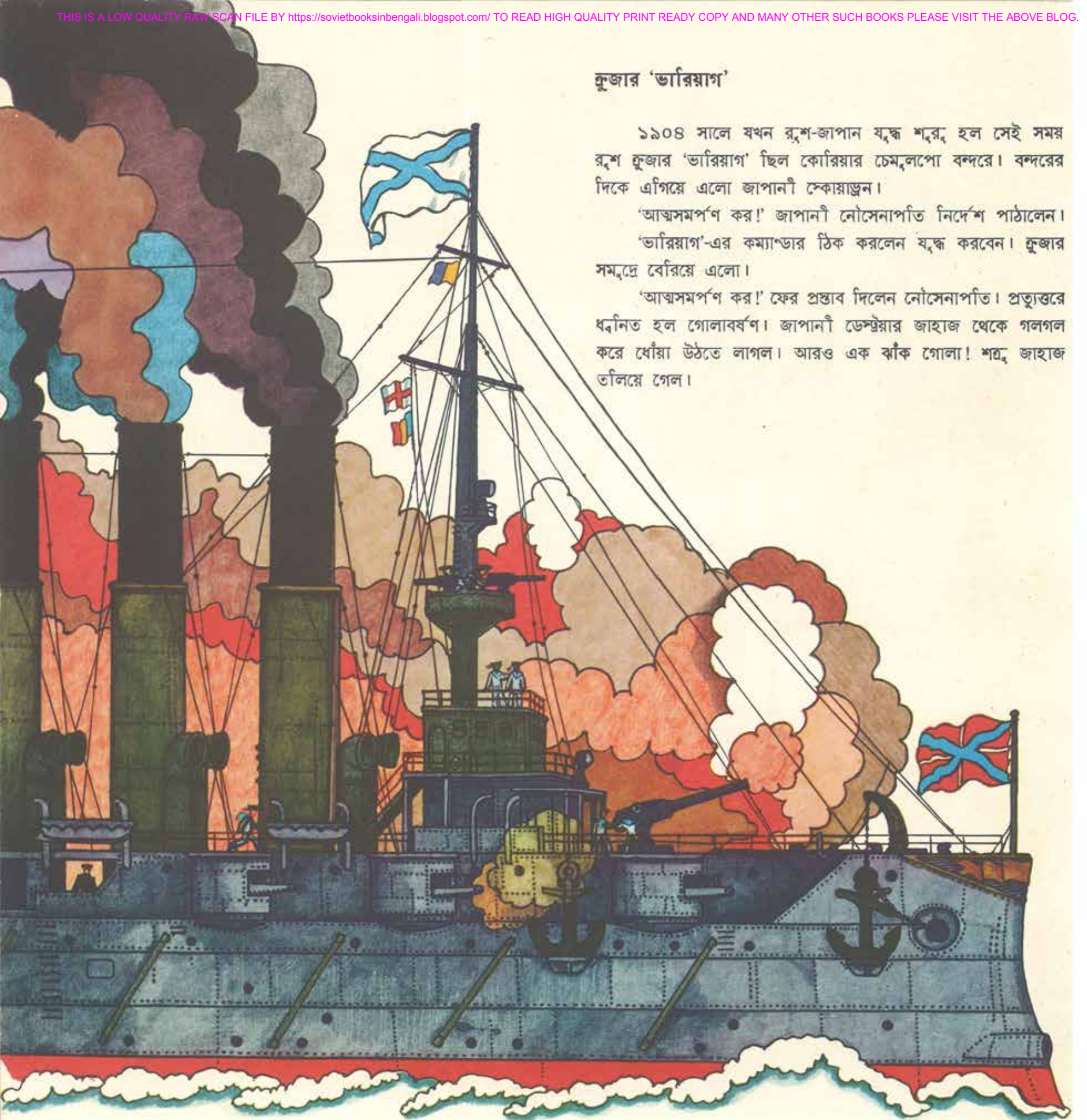
কিন্তু শক্তি ছিল অসমান। জাপানী গুলিগোলায় 'ভারিয়াগ' আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ক্রুজারের ক্যাপ্টেন শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। তিনি জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। মাস্তুলের ওপর উড়ন্ত পতাকা নিয়ে জাহাজ তলিয়ে গেল।

'মনিটর'—ঘূর্ণায়মান বুরুজ সমেত প্রথম পুরোপুরি ধাতুর তৈরি রণতরী। ১৮৬২ সাল।

রুশ সাঁজোয়া জাহাজ 'পিটার দি গ্রেট'।

'মেরিমাক'—এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বর্মাবৃত কূর্ম'।

বৃত্তাকার জাহাজ তৈরির কথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। রুশ নৌসেনাপতিরা ভাবতে লাগলেন কী করে নৌযুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জেতা যায়। তারা ভাবলেন বৃত্তাকার যুদ্ধজাহাজ বানাতে পারলে একসঙ্গে চতুর্দিকে গোলা ছুঁড়ে শত্রুপক্ষকে কাবু করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী 'নোভ্‌গরদ' নামে একটি বৃত্তাকার জাহাজ তৈরি হল, জাহাজ ছাড়া হল সমুদ্রে।

'গুড়-ড়ু-ম্! গুম্!' — জাহাজ গুলি ছুঁড়ল, তারপর ঘুরতে লাগল ডেকচির মতো!

'কিন্তু গোলা লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না,' দুঃখ করে বললেন নৌসেনাপতিরা।

তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, কোন জাহাজের পক্ষে গোলা ছোঁড়াটাই সব নয়। গতিপথটাও তার সঠিক রাখা চাই।
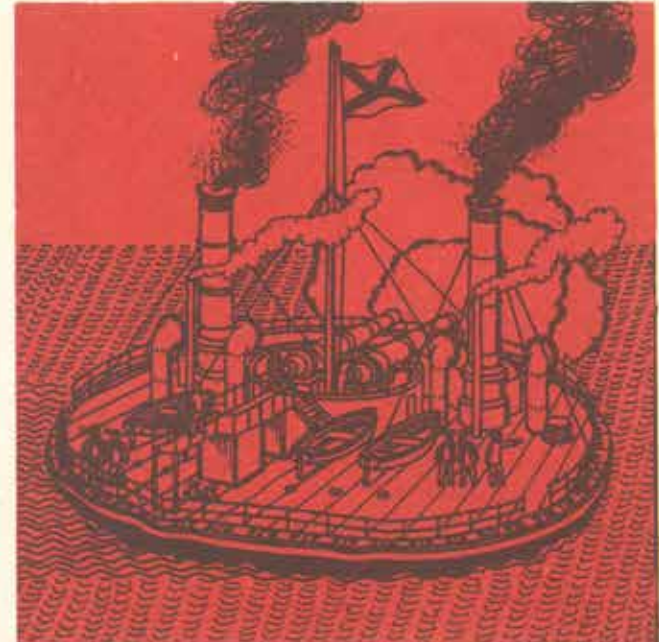
নৌসেনাপতি পপোভের নক্সা অনুযায়ী তৈরী বৃত্তাকার জাহাজ 'নভ্‌গোরদ'।

নিরুদ্দেশ

বাষ্পীয় পোতের কেবিন থেকে কোন এক যাত্রীর পোষা বানর পালিয়ে গেল।

'লেজওয়ালা হারামজাদাটা গেল কোথায়?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন।

কেবিন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন — নেই! গোটা জাহাজ ধরে খুঁজতে শুরু করলেন তাকে। ক্যাপ্টেনের মঞ্চে উঁকি মেরে দেখলেন — সেখানে হালের নাবিক তার কাজে ব্যস্ত, চালক-অফিসার ম্যাপের ওপর পথ দাগাচ্ছেন। মেশিন ঘরে গিয়ে উঁকি মারলেন — মেশিনঘরের লোকদের যন্ত্রপাতি থেকে চোখ তুলে তাকানোর অবকাশ নেই, তারা টার্বাইন চালাতে ব্যস্ত। রান্নাঘরে উঁকি মারলেন — এক হাজার যাত্রীদের সকলের জন্য খাবার রান্না করছে দশজন বাবুর্চি। কোথাও বানরের টিকি নেই!

সামুদ্রিক বাষ্পীয় পোতের জনৈক যাত্রীর টিকিট।

ভদ্রলোক গেলেন জাহাজের কমন রুমে, সুইমিং পুল্-এ, যাত্রিসাধারণের ভ্রমণের জন্য যে ডেক থাকে সেখানে। কোথাও নেই! কোথায় গিয়ে লুকোতে পারে ওটা? এত সব ঝঞ্ঝাটের ফলে ভদ্রলোকের মাথাই ধরে গেল। তিনি কেবিনে ফিরে গেলেন, ওষুধের জন্য স্যুটকেসে হাত দিলেন, আর বোঝ কাণ্ড! সেখানে তাঁর পরিপাটী ধোয়া শার্টের ওপরে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে বানরটা!

‘বটে, এইখানে তুই!’ ভদ্রলোক হাঁ হয়ে গেলেন। ‘আর তোর জন্যে কিনা আমি গোটা জাহাজ তোলপাড় করে বেড়ালাম! ঘুরতে ঘুরতে অর্ধেক দিনই কাবার হয়ে গেল। জাহাজ ত নয়, আস্ত একটা ভাসন্ত শহর!’
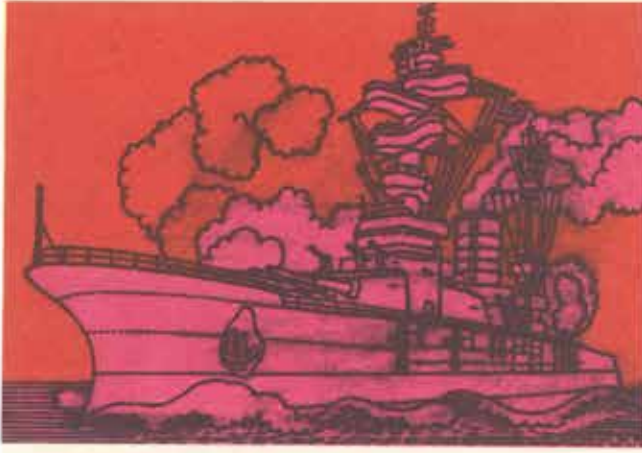
যুদ্ধ জাহাজ 'মারাত্'।

রকেটবাহী জাহাজ — সামরিক জাহাজ, রকেট-অস্ত্রে সজ্জিত।

পরমাণু শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ — সোভিয়েত নৌবাহিনীর প্রধান রণপোত।

যুদ্ধজাহাজ 'মারাত্'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধজাহাজ 'মারাত্' লেনিনগ্রাদে নোঙ্গর করা ছিল। তার উপর এসে পড়ল জার্মান ফাশিস্তদের বোমা। গলগল করে ভেতরে জল ঢুকতে লাগল, জাহাজের সামনের দিক কাত হয়ে মাটিতে ঠেকে গেল। তখন শীতকাল। শত্রুপক্ষ লেনিনগ্রাদ অবরোধ করেছে। শহরের আকাশে থেকে থেকে হানা দিচ্ছে শত্রু-বিমান। ঘন ঘন বাজছে সাইরেন। দিগন্ত জুড়ে অগ্নিময় গোলাবর্ষণ। শত্রুদের কামানগুলি শহরকে ঘিরে অবস্থান নিয়ে চতুর্দিক থেকে লেনিনগ্রাদের ওপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। সেগুলির বিরুদ্ধে যুঝবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ হাতিয়ার ছিল না।

তখন যুদ্ধজাহাজকে বাঁচাতে এলো শ্রমিকেরা। তারা অর্ধছিন্ন সামনের গলুইটা কেটে বাদ দিয়ে দিল, জাহাজের খোলের সবগুলি ফুটো বন্ধ করল, আর্টিলারি-বুরুজের ইঞ্জিনগুলি মেরামত করল। পুরনো জাহাজ প্রাণ ফিরে পেল। কম্যাণ্ডাররা চেঁচিয়ে নির্দেশ জারী করতে লাগলেন, নাবিকেরা ছুটে গেল তোপের দিকে, ফের চঞ্চল হয়ে উঠল তারা, ওপরে উঠল তোপের মুখ।

গুম্ গুম্ শব্দে গোলা ছুটল। স্যুটকেস-প্রমাণ বিশাল প্রথম গোলাটি প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটে চলল শত্রুর দিকে। এখন কোন ফাশিস্ত তোপ থেকে গোলা ছুটলেই হল — তার ওপর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ে 'মারাত্'-এর তোপ থেকে আগুনের গোলা। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ ফের লিপ্ত হয় যুদ্ধে।

* * *

'ওঃ কী শক্তি, ওঃ কী বিশাল — রকেটবাহী জাহাজ! ঠিক যেন একটা ইস্পাতের কেল্লা। যা ভয় ধরিয়ে দেয় শত্রুর মনে!'

'তা যা বলেছ! তবে এখন শত্রুর পক্ষে সবচেয়ে ভয়াবহ জাহাজ হল ডুবোজাহাজ। ডুবোজাহাজবাহিনী অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। তারও রকেট আছে, আর সে হল অদৃশ্য।'
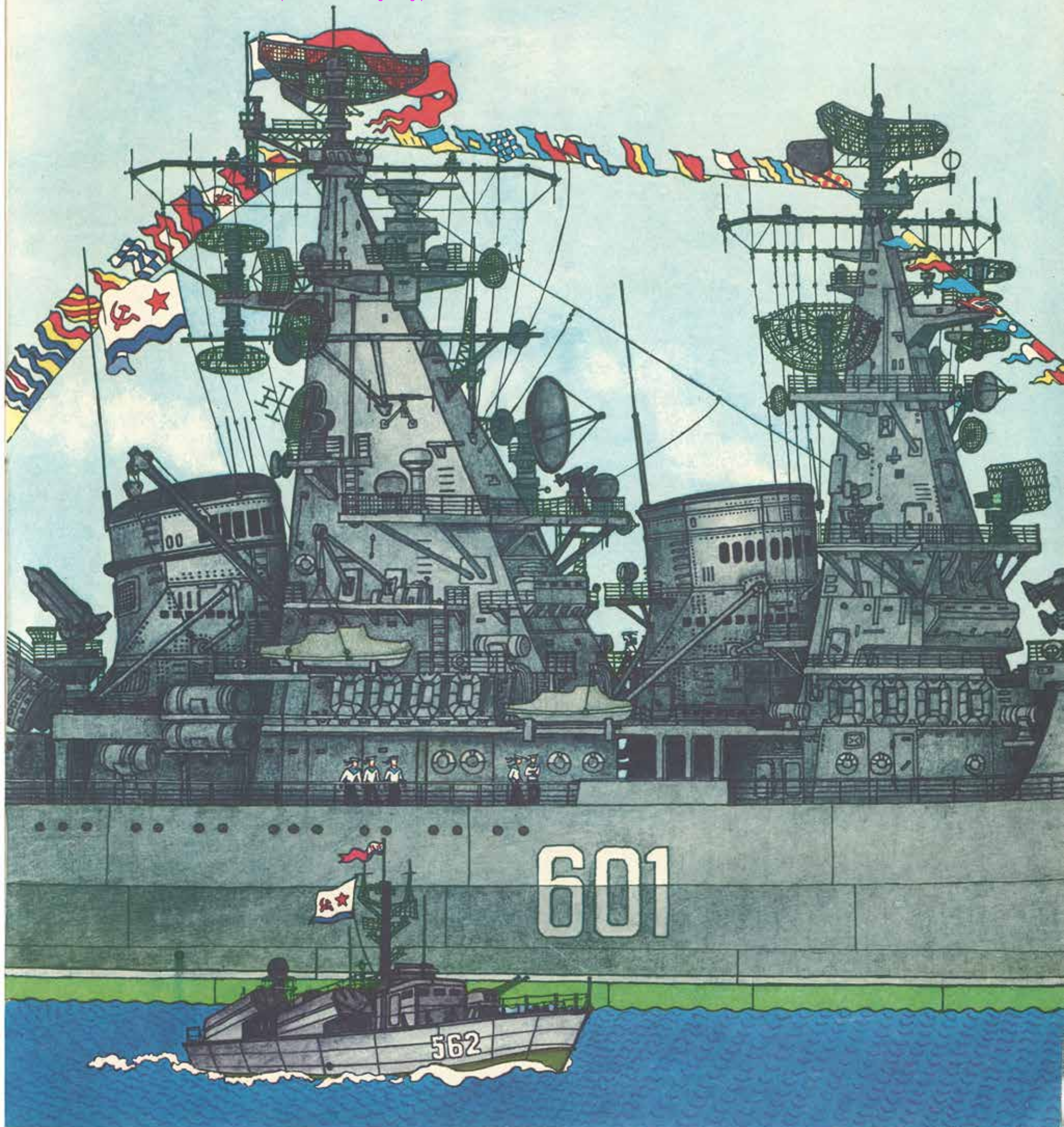
হাতি চালান

কোন এক চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের বিদেশে কিছু হাতি পাঠানোর প্রয়োজন হয়েছিল। হাতিগুলিকে খাঁচায় বসিয়ে তিনি চলে এলেন বন্দরে। হাতিরা গাজর চিবুতে লাগল, ইতিমধ্যে ম্যানেজার ছুটোছুটি করতে লাগলেন, মাল নিতে বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্যাপ্টেনদের কাউকেই রাজী করাতে আর পারেন না।

'ও পারব না!' কাষ্ঠবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন বললেন। আমার কাজ কেবল কাঠের গুঁড়ি আর তক্তা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আপনার হাতিদের আমি রাখব কোথায়?'

'কী যে বলেন!' হাত নাড়িয়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন রেফ্রিজারেটর-জাহাজের ক্যাপ্টেন। 'আমাদের জাহাজের খোলে আছে রেফ্রিজারেটর। আপনাদের হাতিরা ঠান্ডায় জমে স্রেফ বরফের কাঠি বনে যাবে।'

'না, তা হয় না,' জবাব দিলেন ট্যাঙ্কারের ক্যাপ্টেন। 'আমাদের তেলের জাহাজ আকণ্ঠ তেলে টৈটম্বুর।'

কেবল শুকনো ও ঝুরো মালবহনকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন বললেন:

'হাতি? তা একশ হলেও আপত্তি নেই। আপনার খাঁচাগুলো ট্রাক্টরের সঙ্গে মিলিয়েমিশিয়ে রেখে দেব। দিব্যি পৌঁছে যাবে।'

হাতিরা সাগর পাড়ি দিল।

শুকনো ও ঝুরো মালবহনকারী জাহাজ।

ট্যাঙ্কার বা তেল বহনকারী জাহাজ।

রেফ্রিজারেটর-জাহাজ।

কাষ্ঠবাহী জাহাজ।

টাগবোট।

শুকনো ও ঝুরো মালবাহী জাহাজের কর্তিত অভ্যন্তরভাগ। জাহাজের খোল, ডেক, মাস্তুল আর সেই সঙ্গে কাঁপকলও দেখা যাচ্ছে।

ইতালীয়দের মধ্যে রোগী এবং আহত লোকজনও ছিল। খাবারদাবারের সংস্থানও কমে এসেছে। তাদের তাঁবুর নীচের বরফ মড়মড় করছে।

এদিকে বরফ-ভাঙা জাহাজ চলছে ত চলছেই। সে তার নীচেকার পাতলা বরফের চাঁই চাপ দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে, ধাক্কা দিয়ে ভাঙতে থাকে মোটা বরফের স্তর। আর বরফের চাঙড় সঙ্গে সঙ্গে বাগে না এলে 'ক্রাসিন্' পিছু হটে গিয়ে ধাঁ করে ছুটে এসে তার ওপর সপাট আক্রমণ চালায়।
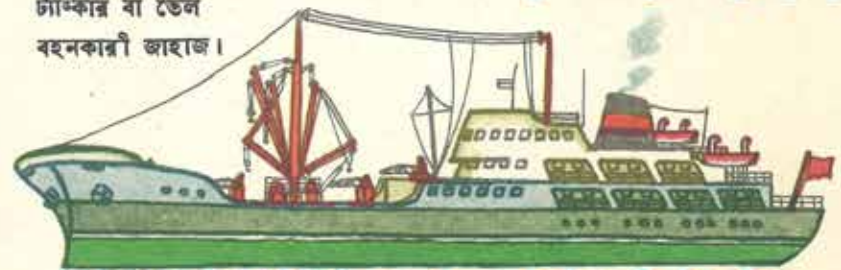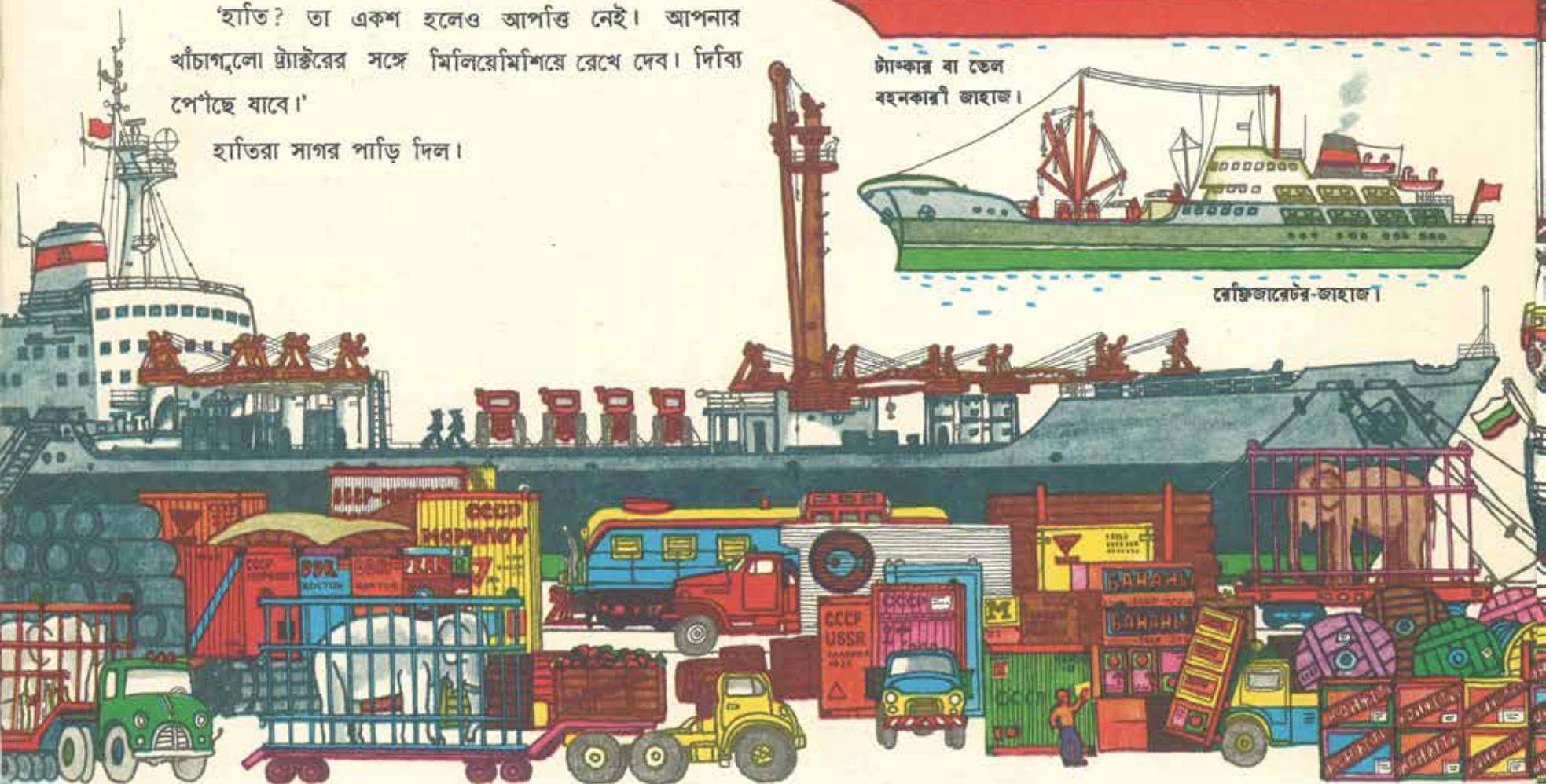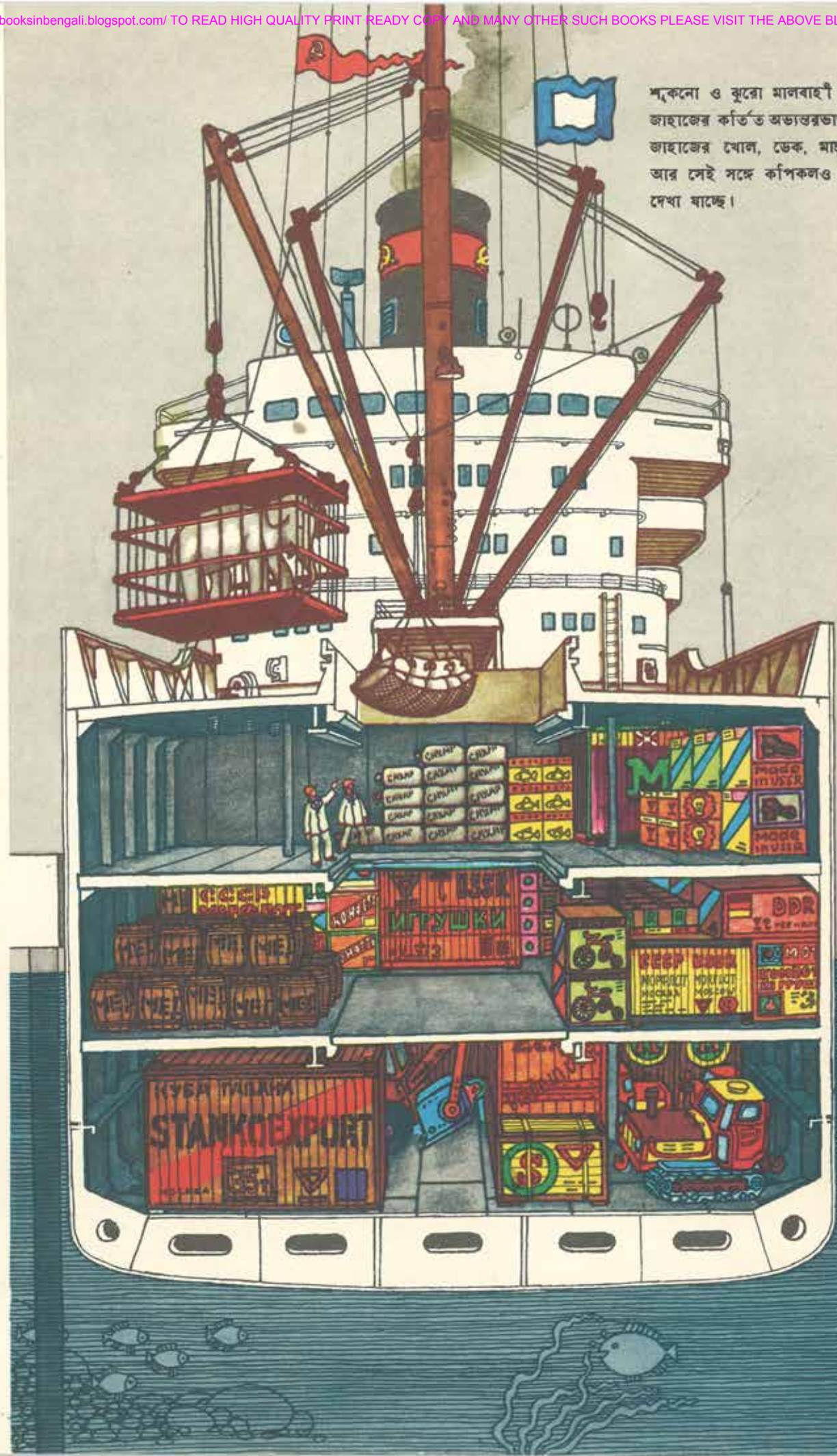
'ক্রাসিন্'

১৯২৮ সালের কথা। ডিরিজিব্‌ল উড়োজাহাজে চেপে কিছু ইতালীয় রওনা দেন উত্তর মেরু পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে। উত্তর মেরু তাঁরা পার হলেন বটে, কিন্তু উড়োজাহাজের ওপর বরফের আস্তরণ জমতে সেটা ভেঙে পড়ে গেল। ইতালীয় অভিযাত্রীরা গিয়ে পড়লেন বরফের চাঙড়ের ওপরে।

তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো সোভিয়েত বরফ-ভাঙা জাহাজ 'ক্রাসিন্'।

পরমাণু শক্তিচালিত জাহাজ 'লেওনিদ ব্রেজ্‌নেভ' — সোভিয়েত বরফ-ভাঙা জাহাজবহরের ফ্ল্যাগশিপ।
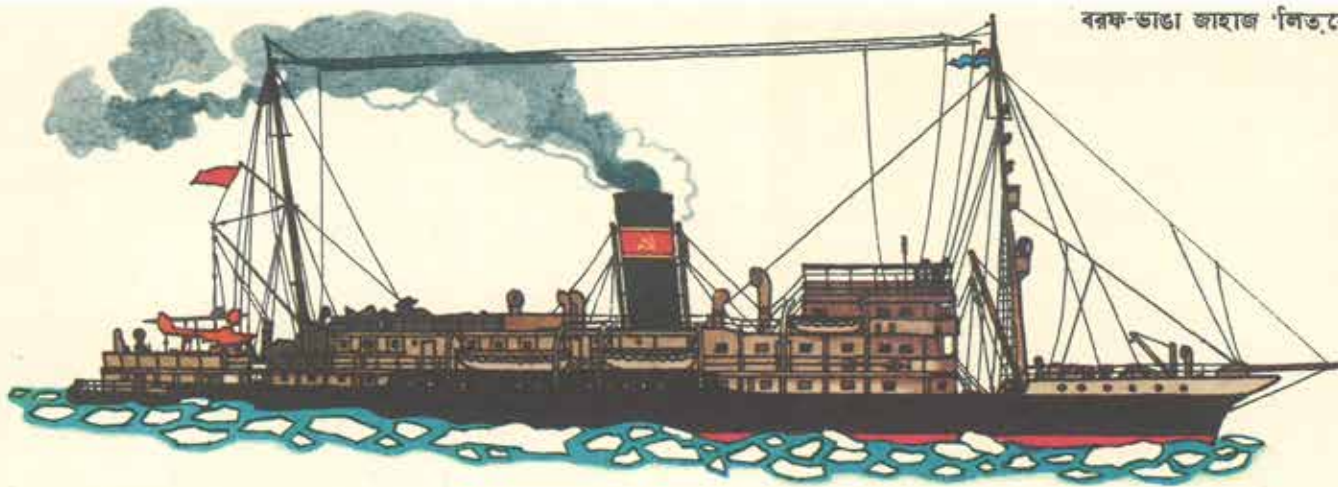
বরফ-ভাঙা জাহাজ 'লিত্কে'।

অবশেষে ইতালীয় অভিযাত্রীরা দিগন্তে দেখতে পেলেন ধোঁয়ার রেখা। তারপর দেখা দিল মাস্তুলের ওপর লাল পতাকা। এগিয়ে আসছে 'ক্রাসিন্'। লোকে আনন্দে কেঁদে ফেলল, তাদের তোলা হল 'ক্রাসিন্'-এর ডেক-এ। শেষ ধাক্কায় বরফের চাঙ্গড়ের ওপর থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁবু। সেটাও ছিল উজ্জ্বল লাল রঙের। এই কারণেই দূর থেকে চোখে পড়েছিল।

* * *

'আজকালকার দিনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বরফ-ভাঙা জাহাজ কোন্‌টি?'

'সোভিয়েত বরফ-ভাঙা জাহাজ 'লেওনিদ ব্রেজ্‌নেভ'।

'আর সবচেয়ে বড় পরমাণু শক্তিচালিত জাহাজ?'

'সেও ঐ 'লেওনিদ ব্রেজ্‌নেভই'।'

'আর কী সব জাহাজ আজকাল সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে? আগেকার আমলের জাহাজের সঙ্গে কোন মিলই নেই দেখছি। ঐ যে একটা চলেছে — যেন আস্ত একেকটা থালার মতো রাডারগুলো উঁচিয়ে আছে।'

'এই জাহাজটা মহাকাশচারীদের সহায়ক। ওদের সঙ্গে সংযোগ রাখে।'

'আর ঐ যে আরও একটা — ডেক-এর ওপরে ক্রেন, পাছ-গলুইয়ে ডুবোজাহাজ। ডুবুরীদের সাহায্য করে বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই বটে, এ হল সমুদ্রের গভীর তলদেশ গবেষণাকারী জাহাজ। তার সঙ্গের ঐ ডুবোজাহাজটা সাগর-মহাসাগরের গভীরতম তলদেশে ডুব দিতে পারে।'

'বোঝ কান্ড! এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্!'

'পারসিউস' — প্রথম সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানতরী।

58 к.

S. Sakharnov

SHIPS GO SAILING BY THE SEAS

In Bengali

С. Сахарнов

ПЛЫВУТ ПО МОРЯМ КОРАБЛИ

На языке бенгали

শিশুদের জন্য

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Перевод сделан по книге:
С. Сахарнов. Плывут по морям
корабли. М., «Детская литература».
1976 г.

ИБ № 771

Редактор русского текста *М. Е. Шумская.* Контрольный редактор *В. Л. Коровин.* Художники *Э. Е. Беньяминсон, Б. П. Кыштымов.* Художественный редактор *А. Н. Алтунин.* Технический редактор *Г. И. Немтинова.* Корректор *Н. А. Антонова.* Сдано в набор 02.11.84. Подписано в печать 31.10.85. Формат 60x108/8. Бумага офсетная. Гарнитура бенгали. Печать офсетная. Условн.печ.л. 4,20. Усл.кр.-отт. 25,20. Уч.-изд.л. 4,87. Тираж 15320 экз. Заказ № 5426.Цена 58 к. Изд. № 409. Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.
Фирма-партнер: Маниша Грантхалая. Калькутта, Индия
Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государственном Комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Ленинград, 197101, ул. Мира, 3.

С $\frac{4803010102-463}{031(05)-85}$ 097–85

ISBN 5-05-000114-5